সমকাল

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8 ...

উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

কুমিল্লায় আপগ্রেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি থেকে ৩ বছর ধরে বঞ্চিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ায় স্কুলগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা অন্য স্কুলে চলে যচ্ছে। এদিকে স্কুলগুলোকে আপগ্রেড করা হলেও শ্রেণীকক্ষসহ অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খোলস উল্টে নতুন পরিবেশ পায়নি স্কুলগুলো। হাইস্কুলে পড়লেও নাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকায় শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলের প্রতি অনীহার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন টিকে থাকা না থাকার মুখে পড়েছে।

কুমিল্লায় আপগ্রেড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার দেশের প্রতি উপজেলায় একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আপগ্রেড প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে নিয়ে এসব বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু করেছে। এসব স্কুল এলাকায় জুনিয়র প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। ২০১৩ সালে এসব স্কুল চালুর সময় সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্রীরা অন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তির টাকা পাবে। ২০১৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীরা এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। তারা আগামী ২ নভেম্বর জেএসসি পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে যাবে। তিন বছর উপবৃত্তির টাকার জন্য অপেক্ষা করে খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। বিপাকে পড়েছে কুমিল্লার ১৬টি স্কুলের ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে।

স্কুলগুলোকে আপগ্রেড করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হলেও অবকাঠামো ও আসবাবপত্র দেওয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। নেই প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষও। এর ফলে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলো আপগ্রেড হলেও নাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকায় শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে চায় না।

স্কুল কর্তৃপক্ষ বার বার জেলা শিক্ষা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ধরনা দিয়েও উপবৃত্তি, অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের কোনো সুরাহা করতে পারেনি। ফলে মেয়েদের শিক্ষার বিকাশে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ এখানে ব্যাহত হচ্ছে।

এ স্কুলের অনেকগুলোতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াশ ব্লক তৈরি করা হলে একটিও চালু হয়নি। অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে অনেক দিন ধরে। সারাদেশে এমন স্কুলের সংখ্যা ৬ শতাধিক।

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. ফখরুল আমিন বলেন, তাদের স্কুলটি উপজেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু হওয়ায় বিশাল একটি এলাকার শিক্ষার্থীদের সুবিধা হচ্ছিল।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু ইউসুফ জানান, তার স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অভিভাবকরা উপবৃত্তি পাওয়া যায় না– এ বিষয়টি কোনোভাবেই বুঝতে নারাজ। ফলে শিক্ষার্থী ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে। বছরের শুরুতে স্কুলের ওয়াশ ব্লক নির্মাণকাজ শেষ করে ফেলে রাখা হয়েছে। কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, এটি শুধু কুমিল্লার সমস্যা নয়। সারাদেশে একই অবস্থা। উপবৃত্তির টাকা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে দেওয়া হয়।